বিজিত দেশে পরাজিত মুক্তিযোদ্ধা –কেন?

-নুরুজ্জামান মানিক
ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক , মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ।

১। মর্মান্তিক ও দর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য হল ,বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানমুজিব নগর সরকারের চার স্তম্ভ সর্বজনাব তাজ উদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান ও এম মনসুর আলী কে পাক হানাদার বাহিনী নয় ,তাদের মরতে হয়েছে এই স্বাধিন দেশে বাঙ্গলাাদেশের নাগরিকদের দ্বারা।

২। মুক্তিযুদ্ধকালীন সেনা অফিসার সঙ্কট ছিল প্রকট। সেই সময় অধিকাংশের পোস্টিং ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে নজরবন্দি অবস্থায় । তবে, সবাই নয়। যুদ্ধকালীন পাকিস্তান থেকে ছুটিতে বা বিভিন্ন উপলক্ষে এদেশে এসেছেন আবার চলে গেছেন এমন অফিসারের সংখ্যা দেড়শতের মতো ।অর্থাৎ ১৫০ অফিসারেরই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার সুযোগ ছিল কিন্তু যুদ্ধে যোগ দেন মাত্র ৩০/৩৫ জন অফিসার। প্রায় প্রত্যেকেই রাখেন বীরোত্বপুর্ন ভুমিকা ।সরকার স্বিকৃতি দেন বী উ, বীবি , বীপ্র প্রভৃতি খেতব । কিন্তু তাদের মধ্যে খালেদ -হায়দার-হুদা-তাহের-জিয়া-মঞ্জুর প্রমুখ সেক্টর অধিনায়কসহ বী উ, বীবি , বীপ্র প্রভৃতি খেতাবধারী অধিকাংস মুক্তিযুদ্ধের বীরসেনানি কে ব্রাশ ফায়ার ও ফাসি দ্বারা মরতে হয়েছে এই স্বাধিন দেশেই ।

৩। মুক্তিবুদ্ধি -চিন্তার জন্যে ৭১ সালে বুদ্ধিজীবী হত্যা কান্ড শুরু হয়ে এখনও তা চলছে।

৪। প্রান্তিক মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশ বেচে আছেন জিন্দা লাশ হয়ে। প্রতিদিন সংবাদপত্রে ছাপা হছে তাদের বেচে থাকার সংগ্রাম নিয়ে।

আমরা উল্লেখিত দের নিয়ে সেমিনার করি ,বিশেষ দিনে ক্রোরপত্র বের করি ,কাউকে দেবতাও বানাই , দিবসভিত্তিক মায়া কান্নাকাটি করি অতি সার্থক ভাবে কিন্তু কেন এমনটি হল তা জানতে চাই না ,জানাতে চাই না পাছে কেঁচো খুড়তে সাপ বের হয়ে যায়, ভাসুরের নাম মুখে এসে যায়।

রচনাকাল : ডিসেম্বর ৮,২০০৭